দৈনিক ইত্তেফাক

14

তারিখ ... ... FEB 01 2000 ...
পৃষ্ঠা ৫ কলাম

পরীক্ষায় নকলরোধ ফৌজদারী মামলা

আ ন ম নূরুল হক

কয়েকদিন পূর্বে দৈনিক পত্রিকায় একটি খবর পড়ে যুগপৎ আনন্দিত ও আতংকিত হয়েছি। খবরটি হচ্ছে, আগামী ২রা মার্চ থেকে অনুষ্ঠিতব্য এসএসসি পরীক্ষায় নকল রোধে প্রশ্নপত্রের ধরন পাল্টানো ও নকলকারী পরীক্ষার্থীদের বিরুদ্ধে ফৌজদারী মামলা দায়ের করার জন্য চিন্তা-ভাবনা চলছে। গত কয়েক বছর থেকে দেশের পাবলিক পরীক্ষাগুলোতে নকল করার প্রবণতা যে হারে বেড়েছে, তাতে বিষয়টি নিয়ে সচেতন দেশবাসীর উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার সীমা নেই। এসএসসি, এইচএসসি ও ডিগ্রী পরীক্ষার মতো গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষাগুলোতে যেরকম প্রকাশ্য ও বেপরোয়াভাবে নকল হচ্ছে, তাকে আজকাল কেউ আর নকল করা বলছেন না। কেউ বলছেন গণটোকাটুকি; কেউ বলছেন নকলের গণজোয়ার, কেউ বলছেন নকলের হাট আবার কেউবা বলছেন নকলের মহোৎসব। বিষয়টিকে যে যে নামেই অভিহিত করুন না কেন, দেশের প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষায় নকল প্রবণতা যে সর্বকালের সকল রেকর্ড অতিক্রম করে গেছে, সে বিষয়ে কারো কোন দ্বিমত নেই। আগামী ২রা মার্চ থেকে অনুষ্ঠিতব্য এসএসসি পরীক্ষাটি হচ্ছে এই নতুন শতাব্দীর প্রথম পাবলিক পরীক্ষা। এই পরীক্ষায় নকল রোধে সরকার কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে যাচ্ছে জেনে মনে একদিকে যেমন লেগেছে আনন্দের ছোঁয়া, অপরদিকে তেমনি দেশের আইন-আদালত ও মামলা-মোকদ্দমার বিশৃঙ্খলা পরিস্থিতির কথা ভেবে মনটা হয়ে পড়েছে আতংকগ্রস্ত।

আজকাল দেশের অধিকাংশ পরীক্ষা কেন্দ্রে যেভাবে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হচ্ছে, তাকে আর পরীক্ষা বলা চলে না। বরং বলা যায় কে কতটা দক্ষতার সাথে নকল করতে পারে তারই পরীক্ষা। পরীক্ষায় নকল করার জন্য ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে আজ আর কোন অপরাধ বোধ নেই। বরং এটাকেই তারা বাহাদুরী মনে করে। বাবা-চাচা, মামা-খালু, আত্মীয়-স্বজন, শিক্ষক-শিক্ষিকা সকলেই পরীক্ষার্থীদেরকে নকল সরবরাহের উৎসবে মেতে উঠেন। পরীক্ষা কেন্দ্রের শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত পুলিশ বাহিনী দশ-বিশ টাকার বিনিময়ে নকল আনা-নেয়ার দায়িত্ব পালন করেন। আর পরীক্ষা কেন্দ্র পরিদর্শনের নামে সরকারী দল ও বিরোধী দলের নেতা-কর্মীগণও নিজস্ব লোকজনকে নকল সরবরাহ করেন। হাতে গোনা দু'চারটা ব্যতিক্রম ছাড়া এই হলো আমাদের দেশের গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষাগুলোর চালচিত্র। গত নভেম্বর-ডিসেম্বর জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে সারা দেশে অনুষ্ঠিত হয়েছে ডিগ্রী পরীক্ষা। এই পরীক্ষা সম্পর্কে জাতীয় দৈনিক পত্রিকাগুলোতে প্রতিদিন প্রকাশিত খবর পড়ে প্রতীয়মান হয়েছে যে, দেশজুড়ে নকলের মহাধুমধামের মধ্যদিয়েই এই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে। পরীক্ষার প্রথম দিনে নরসিংদী সরকারী কলেজ কেন্দ্রে শতাধিক ছাত্র-ছাত্রী পরীক্ষা দিয়েছে সিক বেডে। এতো ছাত্র-ছাত্রীর সিক বেডে পরীক্ষা দেবার রহস্য কারো অজানা নয়। ডিগ্রী পরীক্ষার প্রথম দিনে চৌমুহনী সরকারী এসএ কলেজ কেন্দ্রে একজন ম্যাজিস্ট্রেট পরীক্ষার্থীদের তল্লাশী করে উদ্ধার করেন পাঁচ বস্তা নকল। এই কেন্দ্রটি সম্পর্কে আরো খবর হলো, পরিদর্শকগণ পরীক্ষার্থীদেরকে নকলে বাধা দেওয়া দূরে থাক বরং সহযোগিতাই করেছেন। বঙ্গবন্ধুর ছবি ঝুলিয়ে মেহেরপুরের গাংনী ডিগ্রী পরীক্ষা কেন্দ্রে অবাধে নকল করার খবরও ছাপা হয়েছে একটি জাতীয় দৈনিকে। নিজেদেরকে ক্ষমতাসীন সরকারী দলের সদস্য হিসেবে চিহ্নিত করার জন্যই কিছুসংখ্যক পরীক্ষার্থী এই কেন্দ্রের একটি কক্ষে বঙ্গবন্ধুর ছবি টাঙ্গিয়ে অবাধে চালিয়েছে নকল। প্রকাশ্যে নকল করার দাবীতে অনেক পরীক্ষা কেন্দ্র ভাংচুর করেছে এই ডিগ্রী পরীক্ষার্থীগণ। পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বনের দায়ে বিভিন্ন কেন্দ্রে কিছু কিছু পরীক্ষার্থীকে বহিষ্কার করার যে সকল খবর পাওয়া যাচ্ছে, অনেকেই তা আইওয়াশ বলে মনে করেন। এই পরিস্থিতিতে জাতির সামনে আজ যে প্রশ্নটা সবচেয়ে বড় হয়ে দেখা দিয়েছে তাহলো পরীক্ষার নামে এই প্রহসন আর কতোদিন চলবে?

আজকাল দেশের অধিকাংশ পরীক্ষা কেন্দ্রে যেভাবে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হচ্ছে, তাকে আর পরীক্ষা বলা চলে না। বরং বলা যায় কে কতটা দক্ষতার সাথে নকল করতে পারে তারই পরীক্ষা। পরীক্ষায় নকল করার জন্য ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে আজ আর কোন অপরাধ বোধ নেই। বরং এটাকেই তারা বাহাদুরী মনে করে। বাবা-চাচা, মামা-খালু, আত্মীয়-স্বজন, শিক্ষক-শিক্ষিকা সকলেই পরীক্ষার্থীদেরকে নকল সরবরাহের উৎসবে মেতে উঠেন। পরীক্ষা কেন্দ্রের শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত পুলিশ বাহিনী দশ-বিশ টাকার বিনিময়ে নকল আনা-নেয়ার দায়িত্ব পালন করেন। আর পরীক্ষা কেন্দ্র পরিদর্শনের নামে সরকারী দল ও বিরোধী দলের নেতা-কর্মীগণও নিজস্ব লোকজনকে নকল সরবরাহ করেন। হাতে গোনা দু'চারটা ব্যতিক্রম ছাড়া এই হলো আমাদের দেশের গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষাগুলোর চালচিত্র।

আসন্ন এসএসসি পরীক্ষায় নকল রোধের একটি পদক্ষেপ হিসেবে প্রশ্নপত্রের ধরন পাল্টানোর কথা ঘোষণা করা হয়েছে। পাবলিক পরীক্ষায় নকল রোধের উপায় খুঁজে বের করার জন্য গঠিত শিক্ষা বিষয়ক সংসদীয় সাবকমিটি আগামী ২০০২ সাল থেকে সম্পূর্ণ নতুন ধরনের বিশ্লেষণাত্মক প্রশ্নপত্রে পরীক্ষা গ্রহণের সুপারিশ করেছে বলে জানা গেছে। এসএসসি পরীক্ষা শুরুর মাত্র দু'মাস আগে প্রশ্নপত্রের প্রচলিত ধারা পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত কতটুকু সমীচীন হয়েছে, তা বিচারের ভার সচেতন দেশবাসীর উপরেই রইল। দেশের মুষ্টিমেয় ছাত্র-ছাত্রী যারা এখনও নকলের প্রতি আকৃষ্ট না হয়ে লেখাপড়া করে পরীক্ষা দেবার প্রস্তুতি নিচ্ছে, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এরূপ হঠকারী সিদ্ধান্তের ফলে শুধুমাত্র তারাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে বলে আমার বিশ্বাস। নকল করে পরীক্ষা দেবার জন্যে কোনরকম পূর্ব প্রস্তুতির প্রয়োজন হয় না। তাদের জন্য সকল পথ খোলা। কারণ দেশে ইতোমধ্যেই বাণিজ্যিক ভিত্তিতে নকলের প্রচলন শুরু হয়ে গেছে। সম্প্রতি সমাপ্ত ডিগ্রী পরীক্ষা চলাকালে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে নকলের ব্যবস্থা চালু হয় বরিশালে। সেখানে ব্যবসায়িক লক্ষ্যে স্থাপিত হয়েছিল অত্যাধুনিক নকল প্রস্তুত ও সরবরাহ কেন্দ্র। কেন্দ্রটি টেলিফোন, ফটোষ্ট্যাট মেশিন ও ডিক্টেশন মেশিনসহ নকলের জন্য অত্যাবশকীয় সকল প্রকার আধুনিক সাজ-সরঞ্জামে সুসজ্জিত ছিল বলে জানা গেছে। স্বল্প সময়ে নির্ভুল প্রশ্নোত্তর তৈরী করে দেবার জন্য এই নকল কেন্দ্রে প্রয়োজনীয় বইপত্র, অভিজ্ঞ শিক্ষক সবই ছিল। এছাড়াও দূরের কেন্দ্রগুলোতে দ্রুত নকল পৌঁছে দেয়ার জন্য তাদের ছিল সদা প্রস্তুত সুদক্ষ মোটর সাইকেল বাহিনী। পরীক্ষায় নকলের পরিস্থিতি যেখানে এতদূর গড়িয়ে গেছে, সেখানে প্রশ্নপত্রের ধারা পরিবর্তন করে নকল রোধ করার চিন্তা-ভাবনা লাঠিসোঁটা নিয়ে আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত বিশাল বাহিনীর মোকাবেলা করতে যাবার মতো বোকামি ছাড়া আর কিছুই নয়।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে পরীক্ষায় নকল রোধে দ্বিতীয় যে পন্থাটি নিয়ে বিশেষভাবে চিন্তা-ভাবনা চলছে বলে জানা গেছে তা হলো, পরীক্ষায় নকলকারীদের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা দায়ের করা। সংশোধিত পরীক্ষা অধ্যাদেশ ১৯৯২ অনুসারে পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বনকারীদের বিরুদ্ধে বহিষ্কার, রেজিস্ট্রেশন বাতিল, জরিমানাসহ তিন বছর থেকে সর্বোচ্চ দশ বছরের কারাদন্ডের বিধান রয়েছে। দেশে এ ধরনের আরো অনেক প্রকার আইন রয়েছে। আইনের যথাযথ প্রয়োগ না হলে সে আইন থাকা আর না থাকা সমান কথা। তাছাড়া দেশের আদালতগুলোতে লেগে আছে ভয়াবহ মামলাজট। বিভিন্ন আদালতে হাজার হাজার মামলার যে পাহাড় জমে আছে, সেগুলোর বিচার সম্পন্ন হতে কমপক্ষে ৫০ বছর সময় লাগবে বলে একটি দৈনিক পত্রিকা জানিয়েছে। গত বছর এস,এস,সি পরীক্ষার প্রথম দিনেই নকল করার অভিযোগে ৩ হাজার পরীক্ষার্থী ও ৩ জন শিক্ষক বহিষ্কৃত হয়েছিল। দ্বিতীয় দিনে বহিষ্কৃত হয়েছিল ২ হাজার পরীক্ষার্থী ও ৩২ জন শিক্ষক। এভাবে হিসাব করলে দেখা যায় যে, এস,এস,সি, এইচ,এস,সি ও ডিগ্রী এই তিনটি প্রধান পরীক্ষায় নকল করার অভিযোগে প্রতি বছর প্রায় ৫০/৬০ হাজার পরীক্ষার্থী বহিষ্কৃত হয়। আর নকল করেও নানাভাবে পার পেয়ে যাওয়া পরীক্ষার্থীর সংখ্যাতো অগণিত। তাহলে মামলা করা হবে কতোজনের বিরুদ্ধে? ভুয়া মার্কসিট ও সার্টিফিকেটধারী ছয় শতাধিক ছাত্র-ছাত্রীর বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ঢাকা বোর্ড। সারাদেশে এমন ভুয়া সার্টিফিকেটধারী ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা অনেক। পরীক্ষায় নকলকারীদের ও ভুয়া সার্টিফিকেটধারীদের বিরুদ্ধে ফৌজদারি এত লক্ষ লক্ষ মামলার বিচার বর্তমান আদালতগুলোতে কখনও সম্ভব হবে না। তাই অর্থ ঋণ আদালতের মত প্রতিটি জেলায় বিশেষ আদালত গঠন করতে হবে। প্রাণনাশের ভয়ে যে সকল শিক্ষক পরীক্ষার হলে নকলে বাধা দিতে সাহস পান না, তাঁরা উচ্ছৃঙ্খল নকলকারীদের বিরুদ্ধে মামলা করতে আদৌ সাহসী হবেন কিনা তা ভাববার বিষয়। তাছাড়া মামলা করাটা যত সহজ, আসামীকে আটক করে, আদালতে সাক্ষ্য-প্রমাণ হাজির করে উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা করা ততো সহজ নয়। এছাড়াও নকল করার অপরাধে শত শত ছাত্র-ছাত্রীর নামে ফৌজদারি মামলা করার ফলে যে ক্ষতটা এতদিন শুধু পরীক্ষা কেন্দ্রে সীমাবদ্ধ ছিল, তা ছড়িয়ে পড়বে সারা সমাজদেহে। সৃষ্টি হবে আরেকটা নতুন সামাজিক সংকট। তাই পরীক্ষায় নকল রোধে ফৌজদারি মামলা যে কোন সুফল বয়ে আনবে না, সে বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।

গাধাকে পিটিয়ে যেমন ঘোড়া বানানো যায় না, তেমনি মামলা-মোকদ্দমার ভয় দেখিয়ে উচ্ছৃঙ্খল ছাত্রদেরকে সৎ পথে আনা যাবে না। পরীক্ষায় নকল প্রবণতা সংক্রামক ব্যাধির মতোই। ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে এই ভয়াবহ ব্যাধিটির বিস্তারের জন্য শিক্ষক-শিক্ষিকা, রাজনৈতিক নেতা-নেত্রী ও অভিভাবক শ্রেণী কমবেশি সবাই দায়ী। তবে এজন্য সবচেয়ে বেশি দায়ী আমাদের শিক্ষক সমাজ। শিক্ষক সমাজের একটা বিরাট অংশের নৈতিক অবক্ষয় ছাত্র-ছাত্রীদেরকে নকলে উৎসাহিত করেছে। এই শিক্ষক শ্রেণীর বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষভাবে নকলে সহায়তা করার অভিযোগও রয়েছে। শুধু নকলকারী ছাত্র-ছাত্রীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নয় নকলে সহায়তাকারী শিক্ষক, পরীক্ষা কেন্দ্র ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধেও কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ অপরিহার্য। দু'বছর আগে শিক্ষামন্ত্রী স্বয়ং দু'টি পরীক্ষা কেন্দ্র থেকে দু'বস্তা নকল উদ্ধার করেছিলেন। ঐ দু'টি পরীক্ষা কেন্দ্রের বিরুদ্ধে মন্ত্রী মহোদয় কি ব্যবস্থা নিয়েছিলেন, আমরা জানি না। নকলকারীদের সাথে সহায়তাকারী শিক্ষক, পরীক্ষা কেন্দ্র ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণে ব্যর্থতার কারণেই নকলকারীদের দৌরাত্ম্য আজ সকল সীমা অতিক্রম করে গেছে, স্থাপিত হচ্ছে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে নকল কেন্দ্র। গত রোজার মাসে রাজধানীর ভয়াবহ যানজট নিরসনে সেনা সদস্যদের মোতায়েন করে যথেষ্ট সুফল পাওয়া গেছে। সাময়িক ব্যবস্থা হিসেবে আসন্ন এস,এস,সি পরীক্ষায় ঝুঁকিপূর্ণ কেন্দ্রগুলোর শান্তি ও শৃংখলা রক্ষায় সেনা সদস্যদের মোতায়েন করার বিষয়টি সরকার ভেবে দেখতে পারেন।

'নকল' নামক এই ভয়াবহ রাহুর কবল থেকে আমাদের পরীক্ষা ব্যবস্থাকে মুক্ত করতে হবে। সবার আগে পুনরুদ্ধার করতে হবে আমাদের মূল্যবোধ ও নৈতিকতা। দেশের শিক্ষক সমাজ যদি সকল প্রলোভন ও ভয়-ভীতি পরিহার করে, আমাদের শিক্ষাকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য সাহসিকতার সাথে এগিয়ে আসেন, তাহলে পরীক্ষায় নকল রোধ করা মোটেও অসম্ভব কোন কাজ নয়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানগণ যদি অনুত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীদের ফাইনাল পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ না দেন তাহলে সমস্যার অর্ধেক সমাধান সেখানেই হয়ে যায়। দৈনিক ইত্তেফাকের ৪/১২/৯৯ তারিখের সম্পাদকীয়তে নকলের বিরুদ্ধে দল-মত-পথ নির্বিশেষে সকলকে একাট্টা হবার আহ্বান জানানো হয়েছে। নকলকারীদের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা করে সমস্যা সমাধান নয়; বরং সমস্যা আরো প্রকট রূপ ধারণ করার আশংকাই বেশি। নকলের বিরুদ্ধে গড়ে তুলতে হবে সামাজিক প্রতিরোধ ও ঘৃণার পরিবেশ। □